সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৩৫০
WEEKLY BOOKLET:350

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা, হযরত
আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী
এর বাণী সমূহের লিখিত পুষ্পধারা

আমীরে আহলে সুন্নাতের নিকট
মিথ্যার
ব্যাপারে ২৪টি প্রশ্নোত্তর

সমাজ থেকে মিথ্যা কিভাবে দূরীভূত হবে? ০৩

মিথ্যা বলাতে কি অযু ভেঙ্গে যায়? ০৭

মীমাংসা করানোর জন্য কি মিথ্যা বলতে পারবে? ১১

মিথ্যা ও চুগলী থেকে বাঁচার পদ্ধতি কী? ১৭

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

আমীরে আহলে সুন্নাতের নিকট মিথ্যার ব্যাপারে ২৪টি প্রশ্নোত্তর

খলিফায়ে আমীরে আহলে সুন্নাতের দোয়া: হে মুস্তফার প্রতিপালক! যে কেউ **"আমীরে আহলে সুন্নাতের নিকট মিথ্যার ব্যাপারে ২৪টি প্রশ্নোত্তর"** নামক পুস্তিকাটি পড়ে বা শোনে নিবে, তাকে সর্বদা সত্য কথা বলার এবং মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করো আর তাকে বিনা হিসেবে ক্ষমা করে দাও। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযিলত

হযরত শায়খ আবু বকর শিবলী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ একদিন বাগদাদে মুয়াল্লার মহান আলিম হযরত আবু বকর ইবনে মুজাহিদ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ এর নিকট আগমন করলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন এবং কপালে চুমু দিয়ে খুবই সম্মানের সহিত নিজের পাশে বসালেন। উপস্থিত লোকেরা আরয করলো: জনাব! আপনি এবং বাগদাদ বাসীরা আজ পর্যন্ত তাঁকে পাগল বলতো কিন্তু আজ তাঁকে এরূপ সম্মান কেন? উত্তর দিলেন: আমি এমনিতেই এমনটি করিনি, اَلْحَمْدُ لِلّٰه আজ রাতে আমি

www.dawateislami.net

স্বপ্নে এই ঈমানোদ্দীপক দৃশ্য দেখেছি যে, হযরদ আবু বকর শিবলী প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হলেন, তখন রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দাঁড়িয়ে তাঁকে বুকের সাথে লাগালেন এবং কপালে চুমু দিয়ে নিজের পাশে বসিয়ে নিলেন। আমি আরয করলাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! শিবলীর প্রতি এই মমতার কারণ? আল্লাহ পাকের মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم (অদৃশ্যের সংবাদ দিয়ে) ইরশাদ করলেন: সে প্রতি নামাযের পর এই আয়াত পাঠ করে:

(لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۲۸﴾)

(পারা ১১, সূরা তওবা, আয়াত ১২৮)

এবং এরপর আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করে। **(আল কৃওলুল বদী', ৩৪৬ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

<u>প্রশ্ন:</u> কারো হঠাৎ ইন্তিকালে তার নিকটস্থ আত্মীয়দের ডাকার জন্য বলা হয় যে, "সে অনেক অসুস্থ, আপনি দ্রুত বাড়ি চলে আসুন" অথচ যাকে অসুস্থ বলা হচ্ছে তার ইন্তিকাল হয়ে গেছে, এটা এই কারণে বলা হয় যাতে নিকটস্থ আত্মীয় কষ্ট না পায়, এমনটি করা কেমন?

<u>উত্তর:</u> এটা মিথ্যা, অতএব এরূপ বলার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। এর স্থলে এভাবে বলুন যে, ইমার্জেন্সি দ্রুত চলে আসুন। এক্ষেত্রে ইমার্জেন্সিতে প্রচন্ড অসুস্থতাও এসে যাবে আর মৃত্যুও অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। এটি একটি সতর্কতামূলক বাক্য কিন্তু লোকেরা বুঝে না এবং অযথা গুনাহপূর্ণ উল্টাপাল্টা বাক্য বলে দেয়, অথচ এর Alternate (অর্থাৎ বিকল্প) রয়েছে কিন্তু এই দিকে মনযোগই দেয় না। আল্লাহ পাককে ভয়

www.dawateislami.net

করা উচিত। আজ অন্য কারো মৃত্যুর সংবাদ দেয়া হচ্ছে, আগামীকাল আমাদের মৃত্যুর সংবাদও প্রচার হবে, মরতে তো সবাইকেই হবে, কেউ মৃত্যু থেকে পালাতে পারবে না, অতএব সর্বদা সত্য বলা উচিত।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ২/২৪৪)

প্রশ্ন: বর্তমানে দেখা যায় যে, মানুষ কথায় কথায় মিথ্যা বলছে এবং সমাজে মিথ্যাকে খুবই নগণ্য মনে করা হচ্ছে, বরং অনেকে মিথ্যা বলাকে ভাল মনে করে থাকে, তো এই ব্যাপারে আপনি কিছু নির্দেশনা প্রদান করে দিন, যাতে আমাদের সমাজে মিথ্যার মন্দ দূর হয়ে যায়।

উত্তর: আসলেই সমাজে মিথ্যা অনেক বেশি প্রসার হয়ে গেছে এবং কথায় কথায় মিথ্যা বলা হচ্ছে, যেমন; মানুষ ব্যবসায় মিথ্যা বলে, চাকরিতে মিথ্যা বলে, কর্মচারী রাখার ক্ষেত্রে মিথ্যা বলে, যদি কেউ কর্মচারী থাকে তবে সে মিথ্যা বলে, বেচাকেনা করার সময় মিথ্যা বলে এবং ঠাট্টা করেও মিথ্যা বলে, তো এভাবে প্রতিটি কদমে কদমে মিথ্যা বলা হচ্ছে। কিছু কিছু মিথ্যা এমন হয়ে থাকে, যার ব্যাপারে নিজেই বুঝতে পারে যে, আমি মিথ্যা বলছি এবং অনেক সময় একেবারে মনোযোগই থাকে না আর মানুষ মিথ্যা বলে যায়। যেমন; ★ কারো স্বাস্থ্য খুবই খারাপ তখন যদি তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, কেমন আছেন? স্বাস্থ্য কেমন? তবে সে বলবে: ভালো আছি। এখন যদি তার মনোযোগ নিজের অসুস্থতার দিকেও থাকে যে, আমি ভাল নেই, অসুস্থ পড়ে আছি এবং জ্বরে পুড়ে যাচ্ছি, তবুও সে "ভালো আছি" বলছে, তবে এটা মিথ্যা। এমনকি যদি সে এটা ভেবে"اَلْحَمْدُ لِلّٰه" বলে যে, আমি ভালো আছি, যেমনটি মানুষ "ভালো আছি" এর অর্থেও "اَلْحَمْدُ لِلّٰه" বলে থাকে, তবে এখন এটাও মিথ্যা। যখন বান্দা অসুস্থ হয়ে থাকে তখন মানুষ জিজ্ঞাসা করে: কেমন আছো? এখন

www.dawateislami.net

প্রশ্নকর্তাও রীতি অনুযায়ী জিজ্ঞাসা করছে, অন্যথায় যদি রোগী এমনদের সামনে নিজের অসুস্থতার ফাইলও খুলে দেয় তবে তার সামর্থ্যও হবে না এবং তার সহ্যও হবে না। এমন পরিস্থিতিতে রোগীর মনোযোগ আল্লাহ পাকের নেয়ামতের দিকে হওয়া উচিত, যেমন; আমি মুসলমান, তো এখন সেই অবস্থা জিজ্ঞাসাকারীকে নিজের মুসলমান হওয়ার বিষয়টি কল্পনা করে "اَلْحَمْدُ لِلّٰه" বললে বেঁচে যাবেন, অন্যথায় "ভাল আছি" এর অর্থে اَلْحَمْدُ لِلّٰه বললে তবে তা মিথ্যা বলে বিবেচিত হবে। ★ অনুরূপভাবে ব্যবসায়ী নিজের মালের প্রশংসায় জানি না কি কি বলে থাকে আর অনেক সময় তো মাল বিক্রির জন্য অকাট্য মিথ্যা বলে দেয়। যেমন; এতে তো আমার কিছুই থাকবে না, এই দামে তো আমার পরতা পড়ে না এবং এই দামে তো আমি কিনতেও পারিনি, অতঃপর সে গ্রাহককে "কেনা দামে" বরং অনেক সময় তো "কেনা দাম" এর চেয়েও কমে দিয়ে দেয়, অথচ কেনা দাম অন্যটি ছিল কিন্তু সে একে কেনা দাম বলে মিথ্যা বলছে। ★ তদ্রুপ যদি কেউ দোকানে টাকা ভাংতি করতে আসে তবে মিথ্যা বলে দেয়া হয় যে, নাই, অথচ অনেক ভাংতি আছে। এ ব্যাপারে ব্যবসায়ীরা এটাও বলতে পারে যে, আমার নিজের এর প্রয়োজন হবে, কিন্তু যেহেতু এরূপ বলাতে সে তর্ক করবে যে, আমাকে দাও, আমার অনেক প্রয়োজন, তাই মিথ্যা বলে চালিয়ে দেয়। মনে রাখবেন! মিথ্যা বলার আযাব সহ্য করা যাবে না, অতএব মিথ্যা বলবেন না আর যদি সামনের ব্যক্তি তর্ক করে তবে আপনি তাকে এভাবে বুঝাতে পারবেন যে, যদি আমি বলে দিতাম যে, ভাংতি নেই তবে আপনি আমার সাথে তর্ক করতেন না কিন্তু আমি মিথ্যা বলা থেকে বাঁচার জন্য আপনাকে সত্য বলেছি যে, ভাংতি আছে কিন্তু আমার কাছেও গ্রাহক আসে এবং বড় নোট দেয় তখন ভাংতি আমার প্রয়োজন হয়, তাই

www.dawateislami.net

রেখে দিয়েছি আর সত্য বলার কারণে আপনি আমার সাথে তর্ক করছেন। ★ যাইহোক মানুষ কথায় কথায় মিথ্যা বলে থাকে, যেমন; কোথাও পৌঁছতে দেরি হয়ে গেলো তবে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় যে, কেন দেরি হলো? তখন এরও কোন না কোন বাহানা খুঁজে নিবে যে, অমুকের সাথে সাক্ষাৎ হয়ে গিয়েছিলো বা পেটে ব্যথা হচ্ছিলো ইত্যাদি অথচ দেরি হওয়ার কারণ পেটে ব্যথা হওয়া ছিল না, কেননা পেটে ব্যথা হওয়া অবস্থায় কদম কীভাবে চলছিলো? বরং দেরি তো এই কারণে হয়েছে যে, ঘর থেকে দেরিতেই বের হয়েছিলো। অনেক সময় দেরি হওয়াতে এটাও বলে দেয়া হয় যে, ট্রাফিকে ফেঁসে গিয়েছিলাম, তাই দেরি হলো অথচ আপনি যখন ঘর থেকে বের হয়েছিলেন তখনই দেরি হয়ে গিয়েছিলো এবং ট্রাফিকে ফেঁসে আরো বেশি দেরি হলো, তো এভাবে আপনি ট্রাফিকে ফাঁসার কারণে দেরি করেননি বরং ঘর থেকেই দেরিতে বের হওয়ার কারণে দেরি করেছেন। মনে রাখবেন! যার দ্রুত পৌঁছতে হয় সে ঘর থেকে দ্রুত বের হয় কিন্তু দ্বীনি কাজে বিশেষকরে বান্দা দেরি করেই যায়। যদি কোন ইজতিমা বা মাদানী মুযাকারায় দেরিতে পৌঁছে তবে সেও ট্রাফিকে ফাঁসার বাহানা বানায়, তো এভাবে অনেক সময় নেক কাজেও বান্দা মিথ্যা বলে থাকে, আল্লাহ পাক আমাদেরকে মিথ্যা থেকে বাঁচাক এবং সত্য নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুসরণ করে সর্বদা সত্য বলার সৌভাগ্য দান করুন।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৩/৬০-৬২)**

প্রশ্ন: মিথ্যা বলার ব্যাপারে আমাদের সমাজে অনেক কিছু প্রচলিত রয়েছে এবং মানুষের মাঝে এর আলোচনাও হয়ে থাকে, যেমন; "এখানে তো মিথ্যা বলার অনুমতি রয়েছে" ইত্যাদি, এ থেকে জানা যায় যে, মিথ্যা একটি অনেক বড় বিষয়, যেভাবে গীবতের ব্যাপারে অনেক বেশি ব্যাখ্যা

www.dawateislami.net

বর্ণনা করা হয়েছে তেমনি মিথ্যার সম্পর্কেও পরিপূর্ণ জ্ঞান থাকা জরুরি, যেমন আপনি বলছেন: আমি এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারি না যে, আমাদের এখানে মিথ্যা বেশি নাকি গীবত?

উত্তর: এমন মনে হচ্ছে যে, মিথ্যা বেশি, মিথ্যা বলার সময় বুঝাই যায় না যে, মিথ্যা বলছে। একবার আমি কোন রোগীকে দেখতে গেলাম, সেই রোগীকে পরীক্ষায় লিপ্ত মনে হচ্ছিলো, আমি তাকে সহানুভূতি প্রদর্শন করলাম তখন তার পাশে বিদ্যমান তার আত্মীয় বললো যে, তার কোন সমস্যা নেই, সে ভাল আছে। তার এই বাক্যটি মিথ্যা ছিল, যদি সে না জানতো যে, স্বাস্থ্য কেমন আছে তবে আলাদা বিষয় কিন্তু জানার পরও বলা যে, ঠিক আছে, এটা মিথ্যা হয়ে যাবে। বর্তমানে রোগীর ব্যাপারে এরূপ বলে দেয়া হয়, অথচ রোগী প্রচণ্ড কষ্টে থাকে তো এমতাস্থায় স্বাস্থ্য ভাল বলা মিথ্যা হবে।

অনুরূপভাবে যদি কেউ কড়া কথা বলার পর বলে যে, আপনার আমার কথা খারাপ লাগেনি তো? সামনের ব্যক্তি বললো: না না, কোন কথাই খারাপ লাগেনি, অথচ তার সেই কথাটি অনেক খারাপ লেগেছে, এর কারণে সে ভেতরে ভেতরে মুষড়ে গেছে কিন্তু মিথ্যা বলে দেয় যে, কিছু হয়নি। মিথ্যায় অনেক বিষয় এসে যায়, ব্যস মানুষের নিজের জিহ্বা সামলানো উচিত, প্রশ্নকারী তো প্রশ্ন করবে কিন্তু তাকে উত্তর দেয়াতে মিথ্যা অন্তর্ভুক্ত না হওয়া উচিত। অনুরূপভাবে কেউ চিন্তিত এবং অন্য কেউ তাকে জিজ্ঞাসা করলো যে, কি হয়েছে, আপনাকে চিন্তিত মনে হচ্ছে? সে অস্বীকার করে দেয় যে, না কোনো চিন্তিত নই, তবে এটা সে মিথ্যা বললো। চিন্তা বলে দেয়াতে সমস্যা কি? **(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৩/৩১৮)**

www.dawateislami.net

প্রশ্ন: মিথ্যা বলা এবং বাহানা বানানোতে পার্থক্য কী?

উত্তর: মিথ্যা হলো সত্যের বিপরীত আর বাহানা অনেক সময় সঠিকও হয় আর অনেক সময় ভুলও। (আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পাশে বসা মুফতী সাহেব বলেন:) যেই বিষয়টি বাস্তব পরিপন্থি হবে তাকে মিথ্যা বলা হবে আর বাহানায় উভয়টিই হতে পারে।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৩/২৩৮)

প্রশ্ন: মিথ্যা প্রশংসা করা কেমন?

উত্তর: যদি তোষামোদ করার জন্য কারো প্রশংসা করলো যে, "আজকে আপনাকে খুবই ভালো লাগছে" তবে এটা মিথ্যা ও গুনাহ হবে। যাইহোক! আমাদের মুসলামনের প্রতি সুধারণা রাখা উচিত। **(আল হাদীকাতুন নাদীয়্যা, ৩/১৭৪)** তার চোখে আমাকে ভাল লাগছে তাইতো সে এমনটি বলছে।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৩/৩০৭)

প্রশ্ন: জ্বীনেরাও কি মিথ্যা বলে?

উত্তর: সর্বপ্রথম মিথ্যা একটা জ্বীনই বলেছিলো আর সেই জ্বীন হলো "ইবলিস", যাকে আমরা শয়তান বলি। শয়তান হলো মূলত জ্বীন। **(পারা ১৫, সূরা কাহাফ, আয়াত ৫০। মিরআতুল মানাজীহ, ৬/৬৬১)** অনেকে তাকে ফেরেশতা বলে, যা সঠিক নয়। ইবলিসের আসল নাম হলো "আযাযীল"। **(তাফসীরে ত্বাবরী, পারা ১, সূরা বাকারা, ১নং আয়াতের পাদটীকা, ৩৪/২৬২, হাদীস ৬৮৬) (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ১০/৫২)**

প্রশ্ন: মিথ্যা বলাতে কি অযু ভঙ্গ হয়ে যায়?

উত্তর: মিথ্যা বলাতে অযু ভঙ্গ হয় না কিন্তু উত্তম হলো যে, পুনরায় অযু করে নেয়া। **(বাহরুর রায়িক্ব, ১/৩৪) (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ২/১০১)**

www.dawateislami.net

প্রশ্ন: শিশুদের কি শিক্ষামূলক মিথ্যা কাহিনি বানিয়ে শোনাতে পারবে?

উত্তর: এমন মিথ্যা যা সবারই জানা এবং যে শোনে সে বুঝে যায় যে, এটা মিথ্যা, এতে কোন সমস্যা নাই। **(ইহইয়াউল উলুম, ২/৪১৯। ইহইয়াউল উলুম অনুদিত, ২/১২০)** যেমন বিড়াল বানরকে এরূপ বললো ইত্যাদি। স্বভাবতই শ্রোতা বুঝে যায় যে, এটা মিথ্যা, অতঃপর বানর বিড়ালকে বললেও বুঝলো কে? কিন্তু এটা তখনই সঠিক হবে, যখন কোন প্রয়োজন হয়, অন্যথায় অহেতুক বিষয়। **(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৩/২৭১)**

প্রশ্ন: কোন ব্যক্তি অধিকহারে মিথ্যা বলে তখন তার সত্য কথাও মিথ্যা মনে হয়, এটাকে কি কু-ধারনা বলা যাবে?

উত্তর: অধিকহারে মিথ্যা বলা ব্যক্তি মাঝে মাঝে সত্য কথাও বলে দেয়, কিন্তু এটা প্রকৃতিগত বিষয় যে, এমন ব্যক্তির সত্য কথাতেও বিশ্বাস হয় না। যাইহোক এতে কু-ধারনা বলা যাবে না। **(তাফসীরে ত্বাবরী, ২৬ পারা, সূরা হুজরাত, ১২নং আয়াতের পাদটীকা, ৮/২৩৮) (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৮/২৯)**

প্রশ্ন: কেউ কাউকে বললো যে, "লোকেরা আপনাকে সালাম বলেছে" অথচ প্রত্যেক লোকেরা বলেনি তবে কি এটা মিথ্যা হবে?[1]

উত্তর: যদি সবাই তাকে নিজেদের উকিল বানালো যে, "আমাদের সালাম পৌঁছে দিও " তবে ঠিক আছে, অন্যথায় সঠিক নয়। লোকেরা সাধারণত আমাকে বলে যে, "আমার সম্পূর্ণ পরিবার বা গ্রামবাসী আপনাকে সালাম দিয়েছে" যদি আসলেই সবাই তাকে উকিল বানিয়েছে

1. এই প্রশ্নটি আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র বিভাগ থেকে করা হয়েছে আর উত্তর আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর প্রদানকৃত।

www.dawateislami.net

তবে তো সমস্যা নেই, অন্যথায় নিজের পক্ষ থেকে এভাবে বলা উচিত নয়। **(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৮/২০২)**

প্রশ্ন: অনেকে এই বাক্যকে নিজের সাপোর্টিং বাক্য (ঐ বাক্য, যা কথাবার্তায় বারবার বলা হয়, একে সাপোর্টিং বাক্য বলে) বানিয়ে রেখেছে: "যদি আমি মিথ্যা বলি তবে মরার সময় আমার কলেমা নসীব হবে না" এরূপ বলা কেমন?

উত্তর: বাক্যটি তো খুবই ভয়ংকর এবং খুবই দুঃসাহসী। ঈমানের যেন কোন গুরুত্বই নেই যে, মিথ্যা বললে তবে ঈমানের উপর যেন মৃত্যুই না হোক। এমন কথা তো কখনো স্বপ্নেও বলা উচিত নয়। এর হুকুমের বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে, এরূপ বাক্য বলবেন না।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৩/২১৪)

প্রশ্ন: যদি কোন মানুষ তিনবার মিথ্যা কথার উপর কুরআনে পাক হাতে তুলে নেয় তবে এর গুনাহ কীরূপ?

উত্তর: কুরআনে করীমের কসম করা মূলত কসমই, তবে শুধু কুরআনে পাক হাতে তুলে নেয়া বা এর উপর হাত রেখে কোন কথা বলা কসম নয়, ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যার ১৩তম খণ্ডের ৫৭৪ পৃষ্ঠায় রয়েছে: মিথ্যা কথার উপর কুরআনে পাকের কসম করা খুবই কঠিন কবীরা গুনাহ এবং সত্য কথার উপর কুরআনে পাকের কসম করাতে সমস্যা নেই আর প্রয়োজন হলে হাতেও তুলে নেয়া যাবে কিন্তু এটা কসমকে খুবই কঠোর করে দেয়। বিশেষ কোন প্রয়োজন ব্যতীত হাতে তুলে নেয়া উচিত নয়।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ১/৪৯৪)

www.dawateislami.net

প্রশ্ন: ঠাট্টার ছলে মিথ্যা বলা কেমন?

উত্তর: ঠাট্টার ছলে মিথ্যা বলার ব্যাপারে কিছু বর্ণনা লক্ষ্য করুন: ★ রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: বান্দা পূর্ণ মুমিন হতে পারে না, যতক্ষণ ঠাট্টার ছলেও মিথ্যা বলা ছেড়ে দেয় না এবং ঝগড়া করা ছেড়ে দেয় না, যদিও সে সত্যবাদী হোক। **(মুসনাদে ইমাম আহমদ, ৩/২৬৮, হাদীস ৮৬৩৮)** ★ নবীয়ে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে কথা বলে এবং মানুষকে হাসানোর জন্য মিথ্যা বলে, তার জন্য ধ্বংস, তার জন্য ধ্বংস। **(তিরমিযী, ৪/১৪১, হাদীস ২৩২২)** ★ প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: বান্দা কথা বলে এবং শুধু এই কারণে বলে যে, মানুষকে হাসাবে কিন্তু সে এই কারণে জাহান্নামের এতো গভীরে পতিত হয়, যা আসমান ও জমিনের মধ্যকার দূরত্বের চেয়েও বেশি এবং জিহ্বা দ্বারা যত ভুল হয়ে থাকে, তা ঐ ভুলের চেয়ে বেশি, যা পা দ্বারা হয়ে থাকে। **(কিতাবুয যুহুদ লিইবনিল মুবারক, ২৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস ৭৩৪) (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৩/২৮৯)**

প্রশ্ন: কাউকে হাসানোর জন্য ঠাট্টার ছলে মিথ্যা, গীবত বা অপবাদের সহায়তা নেয়া কেমন?

উত্তর: জি না! এরূপ করাও গুনাহ। বর্তমানে মিথ্যা কৌতুক অনেক চলছে, এ সবই গুনাহ। যেমন কমেডিয়ান, মানুষকে হাসিয়ে থাকে বা বইয়ে এবং খবরের কাগজে এমনই উদ্দেশ্যহীন কৌতুক লেখা হয়ে থাকে, যার উদ্দেশ্য শুধু মাত্র শ্রোতা/পাঠকদের হাসানো হয়ে থাকে, এরূপ হওয়া উচিত নয়। বর্ণনায় রয়েছে: যে মানুষকে হাসানোর জন্য মিথ্যা কথা বলে তবে সে জাহান্নামের গভীরে পতিত হয়। **(কিতাবুয যুহুদ লিইবনিল মুবারক, ২৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস ৭৩৪)** তবে কিছু কিছু মিথ্যা কৌতুক এমনও রয়েছে, যার উদ্দেশ্য হাসানো নয় বরং শিক্ষণীয় বা উপদেশমূলক কথা বুঝানো হয়ে থাকে এবং

www.dawateislami.net

শোনানো ব্যক্তির নিয়্যতও এটাই হয়ে থাকে, তবে এতে জায়িয হওয়ার অবকাশ থাকবে। **(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৩/৪৪৬)**

প্রশ্ন: দুইজন বন্ধুর মাঝে সমঝোতা করানোর জন্য কি মিথ্যা বলতে পারবে?

উত্তর: صلح শব্দের লামের উপর পেশ নয় বরং এটা হবে সাকিন অর্থাৎ صُلْح। মিথ্যা বলার পরিস্থিতি তো বিদ্যমান, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত মিথ্যা না বলে সমঝোতা করা সম্ভব হয় ততক্ষণ মিথ্যা বলবেন না, সর্বাবস্থায় মিথ্যা বলার অনুমতি নেই। যদি সকল পথ বন্ধ হয়ে যায় এবং সত্য বললে সমঝোতা না হয় তবে এখন মিথ্যা বলার অবকাশ বের হবে কিন্তু এখনো যদি তাওরিয়া দ্বারা কাজ সম্ভব হয় (তাওরিয়া হলো শব্দের অন্য কোন দূরের অর্থ উদ্দেশ্য হওয়া) তবে তাতেই কাজ চালিয়ে নিন, স্পষ্ট মিথ্যা বলবেন না। **(বাহারে শরীয়ত, ৩/৫১৭-৫১৮, ১৬তম অংশ)** এই সকল সতর্কতা তারাই অবলম্বন করতে পারে, যাদের জ্ঞান রয়েছে।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৩/৩১৭)

প্রশ্ন: আমরা নিজেদের মধ্যে কথা বলতে গিয়ে সত্য মিথ্যার খেয়াল রাখিনা, এমন উপদেশ প্রদান করুন যে, মিথ্যার প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হয়ে যায় আর আমরা কখনো মিথ্যা না বলি।

উত্তর: মিথ্যা আসলেই খুবই খারাপ বিষয়। মিথ্যা হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। প্রত্যেক মুসলমানের এ থেকে বেঁচে থাকা উচিত এবং সর্বদা সত্য বলা উচিত। বলা হয়: "সত্যের মৃত্যু নেই।" উম্মুল মু'মিনীন হযরত বিবি আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا বলেন: রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিকট মিথ্যার চেয়ে অধিক অপছন্দনীয় বিষয়

www.dawateislami.net

ছিল না, যখন তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কারো মিথ্যা সম্পর্কে অবহিত হতেন, যদিও সেই মিথ্যা নগণ্যতম হতো তবে তাকে নিজের পবিত্র অন্তর থেকে বের করে দিতেন যতক্ষণ পর্যন্ত প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেই মিথ্যাবাদীর তওবার ব্যাপারে অবগত না হতেন । **(মুস্তাদরাক, ৫/১৩৩, হাদীস ৭১২৬)** প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন বান্দা মিথ্যা বলে তখন তার দূর্গন্ধে ফেরেশতারা এক মাইল দূরে চলে যায়। **(তিরমিযী, ৩/৩৯২, হাদীস ১৯৭৯)** মিথ্যা থেকে বাঁচার জন্য মিথ্যা বলা আযাবসমূহ এবং সত্য বলার ফযিলত জেনে নিন আর এর জন্য বাহারে শরীয়তের ১৬তম অংশে বিদ্যমান "মিথ্যার বর্ণনা" তাছাড়াও ইহইয়াউল উলুমের ৩য় খণ্ড অধ্যয়ন করুন, এতে মিথ্যার ব্যাপারে যথেষ্ট তথ্যাবলি বিদ্যমান রয়েছে, اِنْ شَآءَ الله মিথ্যার প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হবে। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে সত্য নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সদকায় সত্যবাদী বানিয়ে দিন।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৩/৩০৫)

প্রশ্ন: আমি মার্কেটে দোকানদারি করি, যেখানে মিথ্যার ব্যাপক প্রয়োগ হয়ে থাকে, এর থেকে বাঁচার কোন পদ্ধতি জানিয়ে দিন।

উত্তর: যখন রোযা রাখা হয় তখন ক্ষুধা ও পিপাসা লাগে কিন্তু তবুও রোযা রেখে নিই আর তারাবি পড়ার দৃঢ় সংকল্প থাকলে তখন তারাবি পড়তেও সফল হয়ে যাই, তো এভাবেই মিথ্যা থেকে বাঁচার দৃঢ় সংকল্প করে নিন তবে এর থেকেও বেঁচে যাবেন। মিথ্যা বলা ছেড়ে দিন, চাই সত্য বলাতে কোটি টাকার ক্ষতি হোক বা ব্যবসা খারাপ হলে হতে দিন, কে জানে কোটি টাকার ব্যবসার চুক্তি হতেই যদি হার্ট ফেল হয়ে যায়, জীবনের কোন ভরসা নেই। যদি হার্ট ফেল নাও হয় তবে এই কোটি টাকা কতদিন খাবেন? এমন টাকা ঔষধেই চলে যায়, ডাকাতদের নিকট

www.dawateislami.net

আর জানিনা কোথায় কোথায় চলে যায়। যাইহোক মিথ্যার মধ্যে বরকত নেই বরং ক্ষতি ও ধ্বংসই রয়েছে আর মিথ্যা বলা জাহান্নামে নিক্ষেপকারী কাজ, তাই মিথ্যাকে নিজের ডিকশনারি থেকে বের করে দিন। মনে রাখবেন! সত্যবাদী সর্বদা সফল হয়ে থাকে, একটি প্রবাদ রয়েছে: "সত্যের মৃত্যু নেই" অর্থাৎ সত্যের কোন ক্ষতি হতে পারে না। গ্রাহক চলে গেলে চলে যাক, কোন সমস্যা নাই, সত্যকথা বলতে বলতে ধীরে ধীরে ইমেজ সৃষ্টি হয়ে যাবে, এমনকি একটি সময় এমন আসবে যে, মানুষ বলবে, আরে এই দোকানদার সত্যবাদী আর স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপনার দোকানের গ্রাহক বৃদ্ধি পেতে শুরু হয়ে যাবে, অতঃপর আপনি যা বলবেন গ্রাহক চোখ বন্ধ করে মেনে নিবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا থেকে বর্ণিত যে, রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: সত্যবাদী এবং আমানতদার ব্যবসায়ী আম্বিয়া, সিদ্দিকীন ও শহিদদের সাথে থাকবে।

(ইবনে মাজাহ, ৩/৬, হাদীস ২১৩৯) (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৮/২৯৮)

প্রশ্ন: আমার ফার্নিচারের কাজ। অনেক দোকানদার এমন করে যে, হালকা মালকে ভারি এবং ভারি মালকে হালকা বলে বিক্রি করে, এমনটি করা কেমন?

উত্তর: কিছু কিছু জিনিস ওজনদার হলে এর ভাল দাম পাওয়া যায়, আর কিছু কিছু জিনিস যদি হালকা হয় তবেই এর ভাল দাম পাওয়া যায়। যদি কোন ব্যক্তি কোন জিনিসকে হালকা বা ভারি বলে বিক্রি করে আর গ্রাহক জানে যে, কোন জিনিস হালকা বা ভারি বলছে, তাছাড়া কোন প্রতারণার অবস্থা নেই আর দোকানদার মিথ্যাও বলছে না তবে এরূপ করাটা সঠিক। তবে যদি সে হালকা জিনিসকে ভারি বা ভারি জিনিসকে হালকা বলে, কিংবা খারাপ Quality (অর্থাৎ মানের) জিনিসকে ভাল

www.dawateislami.net

Quality বলে বিক্রি করে আর মিথ্যা ও প্রতারণা করছে তবে এমন করা জায়িয নেই। **(দুররে মুখতার, ৭/২২৯)** কেননা যখন গ্রাহক জানবে যে, আমাকে দোকানদার মিথ্যা বলেছে, প্রতারণা করেছে বা জিনিসের দোষ গোপন করেছে তবে সে জিনিসই কিনবে না, কিংবা যদি কিনেও নেয়, তবে দাম কম দিবে। যেই দোকানদার প্রতারণার মাধ্যমে মাল বিক্রি করবে সে গুনাহগার হবে। **(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৯/২৪২-২৪৩)**

প্রশ্ন: বর্তমানে মার্কেটে কোন ধরনের প্রতারণা থেকে বেঁচে থাকা যায়না, এমনকি পুরোনো Spare Parts কে নতুন এবং লোকালকে Genuine Parts বলে বিক্রি করে দেয়া হয়, এমনটি করা কেমন?

উত্তর: যদি পুরোনো Spare Parts কে নতুন, নষ্টকে ভালো আর বিদেশের Spare Parts কে ঐ দেশের বলে বিক্রি করলো যেই দেশে সেটা বেশি প্রসিদ্ধ হয়ে থাকে, তবে এগুলো সবই প্রতারণা এবং মিথ্যা আর এমনটি করা হারাম ও জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মত কাজ। তবে যদি বিক্রেতা ক্রেতাকে এটা জানিয়ে দেয় যে, আমার নিকট নতুন নয় পুরোনো Spare Parts রয়েছে, যাকে মানুষ নতুন করে বিক্রি করে আর এভাবে যদি গ্রাহককে Spare Parts এর Quality (অর্থাৎ অবস্থা) জানিয়ে দেয় তবে এখন বেচাকেনায় কোন গুনাহ হবে না।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ১/৫০৫)

প্রশ্ন: বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن লেখনী কিরূপ সতর্কতা ছিলো, এ ব্যাপারে কিছু অবহিত করুন?

উত্তর: আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনেরা رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن শব্দ ব্যবহারে খুবই সতর্ক থাকতেন, যেমনটি ইহইয়াউল উলুমের তৃতীয় খণ্ডে রয়েছে: হযরত

www.dawateislami.net

মায়মুন বিন আবু শাবীব رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমি বসে চিঠি লিখছিলাম, হঠাৎ একটি হরফে আটকে গেলাম যে, যদি এই শব্দ লিখে দিই তবে চিঠি সুন্দর হয়ে যাবে কিন্তু মিথ্যা থেকে বাঁচতে পারবো না। অতঃপর আমি সেই শব্দ ছেড়ে দেয়ার সংকল্প করে নিলাম যে, যদিও আমার চিঠি সুন্দর না হোক তবুও এই শব্দ লিখবো না। তখন আমাকে ঘরের কোণ থেকে আওয়াজ দেয়া হলো, যাতে কুরআনে করীমের এই আয়াতের আওয়াজ ছিলো:

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا بِالۡقَوۡلِ الثَّابِتِ فِى الۡحَيٰوةِ الدُّنۡيَا وَ فِى الۡاٰخِرَةِ ۚ

(পারা ১৩, সূরা ইব্রাহিম, আয়াত ২৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আল্লাহ সুপ্রতিষ্ঠিত রাখেন ঈমানদারদেরকে শাশ্বত বাণীতে, পার্থিব জীবনে এবং পরকালে।

(ইহইয়াউল উলুম, ৩/১৬৯)

এটা তো আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ الۡمُبِيۡن লেখনীতে সতর্কতা ছিলো কিন্তু বর্তমানের বিষয়বস্তু ও আর্টিকেলে এত মিথ্যা থাকে যে, জমিন ও আসমানের কব্জাকে লাগিয়ে দেয়া হয়। (অর্থাৎ সত্য মিথ্যা কথা লিখে দেয়া হতো) এমন মিথ্যা লিখার চেয়ে উত্তম হলো কলম রেখে দেওয়া।

পূর্ববর্তী যুগে মু'তাযিলা নামে একটি বদমাযহাব দল ছিলো, তাদের জাহেয নামের একজন অনেক বড় আলিম ছিলো, যখন সে মারা গেলো তখন কেউ তাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলো যে, তোমার উপর কি অতিবাহিত হলো? তখন সে বললো: নিজের কলম দ্বারা তাই লিখো, যা দেখে তুমি খুশি হয়ে যাও। **(ইহইয়াউল উলুম, ৫/২৬৬। ইহইয়াউল উলুম অনুদিত, ৫/৬৬২)** বর্তমান যুগে কলম দ্বারা কী কী লিখা হচ্ছে কোন হুঁশই থাকে না, তাছাড়া এই ঘটনা থেকে সোশ্যাল মিডিয়া এবং মেসেজ ফরওয়ার্ডকারীরা শিক্ষা

www.dawateislami.net

গ্রহণ করুন যে, নিজের জিহ্বা দ্বারা তাই বলুন, যা আখিরাতে বাঁচাতে পারবে, এক একটি অক্ষর চিন্তাভাবনা করে লিখুন এবং বলুন কিন্তু এখানে তো এত অতিরঞ্জিত কথা বলা হয়ে থাকে যে, ব্যস।

হামদ, নাত এবং মানকাবাত লেখাতে সতর্কতা

নাত শরীফ, কবিতা বা পংক্তি লেখাতে আরো বেশি সতর্কতার প্রয়োজন যে, মানুষ এতে ফেঁসে যায়, কেননা এতে ছন্দ মিলাতে হয় আর নিজের লাইনের ভাব বজায় রাখার জন্য শব্দ চয়ন করতে হয়, যার কারণে প্রবল সমস্যায় পড়তে হয়, অতএব নিরাপত্তা এতেই যে, হামদ ও নাত ইত্যাদি লেখার চেষ্টাই না করা। এই ফিল্ডে এত বড় বড় কবি যাদের মধ্যে নাতখাঁ শায়েরও অন্তর্ভুক্ত, তারা ধাক্কা খেয়েছে আর এমন এমন শরয়ী ভুল করে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে যে, اَلْحَفِيْظ وَ مَانُ اَلْ লেখকরা তাদের উদাহরণও দিয়েছেন যে, অমুক এত বড় শায়ের ছিলো, এতগুলো কালাম লিখেছে, নাতও লিখেছে কিন্তু এই এই ভুল কথা লিখে গেছে। মনে রাখবেন! নাত শরীফ লেখার জন্য জরুরী হলো যে, লেখক যেনো ভালো আলিম হয় এবং এর পাশাপাশি ছন্দবিন্যাসও জানে, যদি এমন না হয় তবে কালাম লিখবেন না। **(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৩/৩২)**

প্রশ্ন: আপনি একটি মাদানী মুযাকারায় বলেছিলেন যে, আমি রোড পাড় হয়ে কাকড়ি গ্রাউন্ডে খেলতে যেতাম না, কেননা আমার মা নিষেধ করেছিলেন, কিছুদিন পূর্বে আপনার এক বন্ধুর সাথে আমার সাক্ষাত হলো, তখন তিনি একটি ঘটনা বললেন যে, আমরা একটি গলিতে খেলতাম, তখন আমি ইলইয়াস কাদেরীকে বললাম: “চলো ইলইয়াস! কাকড়ি গ্রাউন্ডে খেলতে যাই।” আপনি বললেন: “আমার মা নিষেধ করেছে।”

www.dawateislami.net

তিনি বললেন: মা তো ঘরে, তিনি কিভাবে জানবেন? তখন আপনি বললেন: "না মিথ্যা বলবো না।" প্রিয় মুর্শিদে করীম: আমার আপনার নিকট আবেদন যে, এই ঘটনাটি শিশুদের বলুন যাতে তারা যেখানেই যায় পিতামাতাকে বলে যায় আর মিথ্যা না বলে।

উত্তর: কাকড়ি গ্রাউন্ড আর আমাদের ঘরের মাঝখানে একটি বড় রাস্তা ছিলো আর এই রাস্তায় খুব দ্রুত গতিতে গাড়ি চলতো, তাই আমার আম্মা আমাকে এই গ্রাউন্ডে খেলতে যেতে নিষেধ করতেন, যাতে আমার কোন ধরনের কোন ক্ষতি না হয়, নিঃসন্দেহে এটা তাঁর আমার প্রতি ভালবাসা ছিলো। তাছাড়া আমি আমার মায়ের সাথে মিথ্যা বলতে পারতাম না, কেননা اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমার শিশুকাল থেকেই আল্লাহ পাককে ভয় লাগতো।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৮/৬৭)

প্রশ্ন: মিথ্যা ও চুগলী থেকে বাঁচার পদ্ধতি কী?

উত্তর: মানুষ মিথ্যা এবং চুগলী থেকে তখনই বাঁচতে পারবে, যখন সে মিথ্যা ও চুগলীর ধ্বংসলীলা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করবে আর এই জ্ঞান দ্বীনি কিতাব অধ্যয়ন করাতেই অর্জিত হবে। মিথ্যা থেকে বাঁচার চেষ্টা অব্যাহত রাখুন এবং এর পাশাপাশি আল্লাহ পাকের নিকট দোয়াও করতে থাকুন, আল্লাহ পাকের রহমতে আশা করা যায় যে, মিথ্যা ও চুগলী থেকে মুক্তি নসীব হয়ে যাবে। যদি কোন ব্যক্তি এমনটি বলে যে, আমি ধীরে ধীরে তা ছেড়ে দিবো তবে এই মনোভাব মন থেকে বের করে দ্রুত গুনাহ ছেড়ে দিন, কেননা মৃত্যুর কোন ঠিক নেই যে, কখন এসে যাবে, অতএব মানুষকে নিজের গুনাহ থেকে দ্রুত তওবা করে নেয়া উচিত। হ্যাঁ যদি কেউ বেশি চা পান করে এবং তার জন্য চা ক্ষতিকরও, সে যদি বলে যে, আমি ধীরে ধীরে চা পান করা ছেড়ে দিবো, তবে তার কথা বুঝে আসে,

www.dawateislami.net

পক্ষান্তরে গুনাহের ব্যাপারে ধীরে ধীরে ব্যাপারটি বর্জন করে দেয়া উচিত। অনুরূপভাবে যদি কেউ মদ পান করে তারও উচিত যে, দ্রুত ছেড়ে দেয়া যে, এটা পান করা হারাম ও গুনাহ। কোন গুনাহ ধীরে ধীরে ছেড়ে দেয়ার অনুমতি কোন আলিমে দ্বীন দিতে পারে না। আরো বিস্তারিত জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব "গীবত কি তাবাকারিয়াঁ" কিনে অধ্যয়ন করুন। এই কিতাবটি পাঠ করাতে اِنْ شَآءَ الله জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে। মনে রাখবেন! জ্ঞান হলো একটি নূর আর গুনাহ হলো অন্ধকার, যেখানে জ্ঞানের নূর এসে যায় তবে সেখানে গুনাহের অন্ধকার অবশিষ্ট থাকে না।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৮/২৭৯-২৮০)

প্রশ্ন: মিথ্যার ধ্বংসলীলা কিতাব কখন আসবে?

উত্তর: জীবন সহায় হলে তবে মিথ্যার ধ্বংসলীলা কিতাব লিখারও ইচ্ছা রয়েছে, কেননা আমি এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি। প্রথমে মনে হয়েছিলো যে, গীবত বেশি কিন্তু এখন মনে হচ্ছে যে, মিথ্যা গীবতের চেয়েও বেশি। কথায় কথায় মিথ্যা বলা একেবারে সাধারন হয়ে গেছে। যিম্মাদারগণ এবং মুবাল্লিগগণের কথা বলুন বা সাধারণ ও বিশেষ লোকদের, খবরও থাকে না আর মুখ থেকে মিথ্যা বের হচ্ছে, এখন আমার মতো সংবেদনশীল মানুষ হলে তবে সে অনেক সময় বুঝে যায় যে, এই অসহায় জানেও না যে, এটা মিথ্যা, কিন্তু অনেকবার বলার সাহস হয়না। কিতাবে উদাহরণ দিয়ে বুঝানোর চিন্তাভাবনা রয়েছে। মাঝে মাঝে স্মরণ আসলে তবে কয়েকটি উদাহরণ নিজের নিকট লিখে রাখি, যাতে আল্লাহ পাকের তৌফিকে যখন কিতাব আসবে তখন اِنْ شَآءَ الله এতে যোগ করবো। ব্যস আল্লাহ পাক যেনো কবুল করেন এবং একনিষ্ঠতাও দান করেন।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ২/১০৭)

www.dawateislami.net

প্রশ্ন: মিথ্যুকের কী কোন চিহ্ন আছে? যাতে তা থেকে বেঁচে থাকা যায়।

উত্তর: চিহ্ন তো অনেক সময় অমুসলিমেরও বুঝা যায় না। "একবার আমি কোন দেশে ছিলাম এবং আমাদের গাড়ি সিগনেলে দাঁড়িয়ে ছিলো, এমন সময় চায়ের দোকান থেকে এক যুবক দৌঁড়ে বেরিয়ে এলো এবং খুবই প্রফুল্লতার সাথে আমাকে "اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ" বললো, কেউ আমাকে বললো যে, সে অমুসলিম।" বর্তমানে তো কারো মুসলমান হওয়াটাও বুঝা যায় না, কেননা মুসলমানরাও অমুসলিমের মত পোশাক পরিধান করে আর তাদের মত চুল রাখে। মুসলমানের সভ্যতাও অমুসলিমতের মত হয়ে গেছে। আল্লাহর পানাহ! আর রইলো মিথ্যুকের চিহ্ন এর বিষয়টি, তো যখন সে মিথ্যা বলবে তখনই জানা যাবে যে, সে মিথ্যুক, এছাড়া এই বিষয়টি কিভাবে জানতে পারবে! কেননা এটা কোন ধাঁধা তো নয়, যা সমাধান করা যাবে। হাদীসে পাকে মুনাফিকের চিহ্ন বর্ণনা করা হয়েছে যে, "সে যখন কথা বলে তখন মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে তখন ওয়াদা খেলাফী করে আর তার নিকট আমানত রাখা হলে তবে খেয়ানত করে।"

(বুখারী, ১/২৫, হাদীস ৩৪) (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ১/২৪৩)

www.dawateislami.net

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৫৫৪০৩৫৮৯
কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬
পুরাতন বাবুপাড়া ফয়যানে শাহজালাল মসজিদ নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৮৭৬৮৪৫০৩৪
E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net